অধ্যায় ১৮

নগরায়ন [Urbanization]

অধ্যায়সূচী

// ① ভূমিকা ② নগরায়নের ধারণা ③ পৌর জনসম্প্রদায়ের মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ④ গ্রামীণ ও পৌর সমাজজীবন ⑤ ভারতে নগরায়ন //

১৮.১. ভূমিকা (Introduction)

নগরায়নের ধারণার সঙ্গে জনপ্রচরণ (migration) ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই জনপ্রচরণ ঘটে কৃষিকর্ম থেকে শিল্পকর্মে এবং গ্রামাঞ্চলের আবাসন থেকে শহরাঞ্চলের আবাসনে। শহরাঞ্চলে প্রচরণের অধিকাংশ ক্ষেত্রে কারণসমূহ সংমিশ্রিত। শহরাঞ্চলের সমৃদ্ধ জীবনধারার হাতছানি থাকে; সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জীবনসংগ্রামের দুর্বিষহ অভিজ্ঞতাও থাকে। অর্থাৎ অনেকে অনন্যোপায় হয়ে শহরমুখী হয়। সুতরাং শহরাঞ্চলে জন-প্রচরণের পিছনে আকর্ষণ ও অনন্যোপায়— উভয়বিধ বিষয়ই সংমিশ্রিতভাবে সক্রিয় থাকে। বস্তুত এ রকম অধিকাংশ অভিবাসীর পরিপ্রেক্ষিতে নগরায়ন বলতে জীবনধারার পরিবর্তনকে বোঝায়। এ হল একটি জীবনধারা ছেড়ে আর একটি জীবনধারা গ্রহণ। অর্থাৎ নগর-জীবনের জীবনধারা গ্রহণ করে অভিবাসীরা নগরীকৃত (urbanized) হয়। শহরাঞ্চলে প্রচরণের মাধ্যমে নগরায়নের প্রক্রিয়া হল একটি বিশ্বজনীন বিষয়। এবং এই প্রক্রিয়া বহু শতাব্দী জুড়ে সম্প্রসারিত। প্রকৃত প্রস্তাবে শহরগুলিকে প্রাণবন্ত রাখার জন্য এরকম নগরায়ন প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা সব সময়েই ছিল।

প্রত্যেক শহরই আশপাশ অঞ্চলের সক্ষম ব্যক্তিদের শহরের অধিবাসী হওয়ার জন্য আকর্ষণ করে। অভিবাসীদের কাছ থেকে শহরের মানুষ বিবিধ পরিষেবা পাওয়ার আশা করে। এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা আবশ্যক। নগরায়ন বলতে শুধুমাত্র গ্রাম ছেড়ে শহরে বা কৃষিকর্ম ছেড়ে শিল্পকর্মে পরিযানকে বোঝায় না। নগরায়নের মধ্যে অ-পরিমাণমূলক উপাদানও আছে। শহরে গিয়ে ব্যক্তি নগরীকৃত হয়; তেমনি আবার শহরাঞ্চলের বাইরে বসবাসকারী ব্যক্তির কাছেও নগরায়ন প্রক্রিয়া আসতে পারে। কৃষিমূলক পেশা পরিত্যাগ করে অ-কৃষিমূলক পেশা গ্রহণ না করেও এবং শহরাঞ্চলে প্রচরণ ব্যতিরেকেই ব্যক্তি নগরীকৃত হতে পারে। এদিক থেকে বিচার করলে নগরায়ন হল শহরের বাইরে পৌঁছে যাওয়া এক প্রক্রিয়া।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী নগরায়ন প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। উন্নত এবং উন্নয়নশীল নির্বিশেষে সকল দেশেই ব্যাপকভাবে নগরায়ন পরিলক্ষিত হয়। সকল দেশেই শহরের আর্থ-রাজনীতিক গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। স্বভাবতই নগরায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্যাপকভাবে। প্রাপ্ত একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের প্রথম বছরে উন্নয়নশীল বিভিন্ন দেশে শহরবাসীর গড়পড়তা হিসাব ছিল শতকরা পঁচিশ দশমিক চার। বিংশ শতাব্দীর প্রথম বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় শতকরা তেত্রিশ দশমিক ছয়। সাম্প্রতিককালে উন্নয়নশীল দেশসমূহে স্বতন্ত্রভাবে নগরায়ন সম্পাদিত হচ্ছে। শিল্পায়ন ব্যতিরেকেই অনেক দেশে নগরায়ন ঘটছে। সমাজবিজ্ঞানী জিওফ্রে হার্ড ও অন্যান্য (Geoffrey Hurd & others) তাঁদের *Human Societies* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেছেন : "...In the countries that are currently modernizing, urbanization is following a somewhat different path and in many of them rapid urbanization is occuring without substantial industrialization".

১৮.২. নগরায়নের ধারণা (Concept of Urbanization)

নগরায়ন হল একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় গ্রামাঞ্চলের রূপান্তর সাধিত হয়। অর্থাৎ নগরায়ন হল একটি রূপান্তর প্রক্রিয়া। এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার সুবাদে গ্রামাঞ্চল নগরীকৃত হয়; গ্রাম নগরে পরিণত হয়। এইভাবে নগরের সৃষ্টি, বিকাশ ও বিস্তার ঘটে। একটি প্রক্রিয়ার পরিণামে 'নগর' (town), 'শহর' (city) প্রভৃতির বিকাশ ও বিস্তার ঘটে। এই প্রক্রিয়াই নগরায়ন নামে পরিচিত। এই প্রক্রিয়া-সঞ্জাত অবস্থা হল 'নগরীয়বাদ' (urbanism)। সমাজবিজ্ঞানী বায়ারস্টেড্ (Biersted) তাঁর *Social Order* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেছেন ঃ ''It is best, perhaps, to follow Begel, who refers to urbanization as a process and urbanism as a condition... urbanism is the condition that results from this process.''

একটি বিশেষ প্রক্রিয়া

গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের জীবনধারা বহুলাংশে স্বতন্ত্র। গ্রাম ও শহরের জনবসতিতে পৃথক জীবনপদ্ধতি অনুসৃত হতে দেখা যায়। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ঠিক যে, গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে পৃথকীকরণের ব্যাপারে অসুবিধা আছে। 'গ্রাম' ও 'শহর' এই দুটি শব্দের মাধ্যমে আঞ্চলিক ও জীবনধারাগত অগ্রগতির পরিচায়ক ক্রমমাত্রার কথা বলা হয়। উল্লিখিত প্রত্যয় দুটির পরিপূর্ণ পৃথকীকরণ প্রসঙ্গে সন্দেহের অবকাশ আছে। 'নগরায়ন' বলতে যে প্রক্রিয়াকে বোঝায় তা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ বা প্রত্যক্ষ করা দুরূহ ব্যাপার। এই কারণে সমাজবিজ্ঞানী বায়ারস্টেড্ বলেছেন যে, 'গ্রাম' ও 'শহর' হল আপেক্ষিকভাবে প্রতিপন্নযোগ্য এমন দুটি বিষয় যা অনবচ্ছেদ্য। তিনি এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন ঃ ''...'rural' and 'urban' represent a continuum that take other sociological classification, cannot be graduated with precision, that is, we are dealing with a gradient rather than with a set of separate categories.''

গ্রাম ও শহর আপেক্ষিকভাবে প্রতিপন্ন করা যায়

এ বিষয়ে অধ্যাপক শ্যামাচরণ দুবে (S. C. Dube)-ও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতানুসারে সমাজ-কাঠামোর দিক থেকে নগর ও শহরকে স্বতন্ত্র একক বা ইউনিট হিসাবে গণ্য করা হয় না। তবে নগর ও শহর সমাজ-কাঠামোর অপরিহার্য অঙ্গসমূহের উপর প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। শহুরে সভ্যতার নিজস্ব ও পৃথক প্রকৃতির প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান। ভারতের সমাজ-সংস্কৃতির উপর এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের প্রভাব এবং তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনস্বীকার্য। অধ্যাপক দুবে তাঁর *Indian Society* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন ঃ ''Towns and cities do not constitute units of the social structure, but they certainly influence the working of such units, have certain distinctive institutional and organizational features and the patterns of their influence have important implications for social and cultural trends in Indian society as a whole.''

অধ্যাপক দুবে

'নগর' ও 'নগরায়ন' শব্দ দুটি সাধারণভাবে সমার্থক প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু বাস্তবে কোন একটি অঞ্চল জনসংখ্যার অবস্থানগত বিচারে বিশেষভাবে নগরীকৃত হতে পারে। আবার সংশ্লিষ্ট অঞ্চলটি সামাজিক পরিস্থিতি বা বৈশিষ্ট্যগত বিচারে বিশেষভাবে গ্রামীণ প্রতিপন্ন হতে পারে। অর্থাৎ নগরায়নের লক্ষণগত বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা আবশ্যক। তা হলে 'নগর' ও 'নগরায়নে'র মধ্যে ধারণাগত পার্থক্য প্রসঙ্গে অবহিত হওয়া যাবে না।

নগর ও নগরায়ন

'নগরায়ন' অর্থে কেবলমাত্র নগরমুখী জন-প্রচরণের কথা বলা হয় না। নগরায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে শহরাভিমুখী জন-প্রচরণ থাকে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অভিবাসীদের মধ্যে কিছু মৌলিক পরিবর্তনের কথা বলা হয়। নগরায়নের কারণে অভিবাসীদের মধ্যে বিশ্বাস, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নগরায়ন প্রক্রিয়ার ফলাফল হিসাবে বিবিধ সামাজিক পরিণতির কথা বলা হয়। এই সমস্ত সামাজিক পরিণতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল খণ্ডিত ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তি-পরিচয়হীনতা, নৈর্ব্যক্তিকতা প্রভৃতি। নগরায়ন প্রক্রিয়ার পরিচায়ক অন্যান্য লক্ষণসমূহ হল ঃ শহরাভিমুখী জন-প্রচরণের কারণে শহরাঞ্চলে ঘন জনবসতির সৃষ্টি হয়; মানুষের মূল্যবোধের ক্ষেত্রে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়; সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ ব্যবস্থার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়; জীবিকার ক্ষেত্রে অ-কৃষিমূলক পেশা

নগরায়নের লক্ষণ

প্রাধান্য পায়; বৃত্তির বিশেষীকরণ ও শ্রমবিভাজন বৃদ্ধি পায়; কর্ম জীবনের অতি ব্যস্ততার কারণে সামাজিক ক্ষেত্রে জটিল সম্পর্ক-বন্ধনের সৃষ্টি হয়। সুতরাং নগরায়ন বলতে এমন কিছু সামাজিক ফলাফলের সূচক বা পরিণতিকে বোঝায় যা অবশ্যম্ভাবী। নগরায়নের অবশ্যম্ভাবী সামাজিক ফলশ্রুতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : ঘন জনবসতি, খণ্ডিত ব্যক্তিত্ব, নৈর্ব্যক্তিকতা, ব্যক্তিগত পরিচয়হীনতা, নিয়ন্ত্রণের আধিক্য প্রভৃতি। সমাজবিজ্ঞানী হর্টন ও হান্ট (Horton and Hunt) তাঁদের *Sociology* শীর্ষক গ্রন্থে নগরায়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন : "...urbanization brings certain inescapable social consequences—population density, anonymity, impersonality, regimentation, segmentation of personality."

অধ্যাপক ডেভিস (Kingsley Davis) তাঁর *Human Society* শীর্ষক গ্রন্থে নগরায়ন সম্পর্কে আলোচনার প্রাক্কালে বলেছেন যে, নগরায়নের ফলাফল বা প্রভাব-প্রতিক্রিয়া শহরের সীমাকে অতিক্রম করে যায়। বহুদূর ব্যাপী নগরায়নের প্রভাব প্রসারিত হয়। স্বভাবতই নগরায়ন সম্পর্কিত আলোচনা কেবলমাত্র শহরাঞ্চলের অধিবাসীদের আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। নগরায়ন প্রক্রিয়ার প্রভাবে গড়ে উঠে নগরীকৃত (urbanized) সমাজব্যবস্থা। নগরীকৃত সমাজের বৈশিষ্ট্য বা উপাদানসমূহ গ্রামাঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়। এ সমস্ত বিষয়ে আলোচনার উপর অধ্যাপক ডেভিস গুরুত্ব আরোপ করার কথা বলেছেন। বস্তুত নগরায়ন মানুষের জীবনধারায় এক পৃথক প্রকৃতির সমাজের সৃষ্টি করে। এ রকম সমাজই নগরীকৃত সমাজ হিসাবে পরিচিত। নগরীকৃত সমাজের পরিচয়সূচক বৈশিষ্ট্যসমূহ গ্রামাঞ্চলেও বিস্তার লাভ করে। এই কারণে নগরায়নের আলোচনায় এ বিষয়টিও আনা দরকার।

অধ্যাপক ডেভিস

অধ্যাপক শ্যামাচরণ দুবে (S. C. Dube) তাঁর *Indian Society* শীর্ষক গ্রন্থে শহরাঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনধারার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ কিছু নাগরিক বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই সমস্ত নাগরিক বৈশিষ্ট্যগুলি অধ্যাপক দুবে উল্লেখ করেছেন।

(১) নগরীকৃত জীবনধারায় সাবেকি সমাজকাঠামো শিথিল হয়ে পড়ে এবং এর সামাজিক অনুশাসনসমূহও হীনবল হয়ে পড়ে। তার ফলে পরিবার, আত্মীয়পরিজন ও জাতির কার্যাবলীর ক্ষেত্রে অবক্ষয় ঘটে।

(২) মানবিক সম্পর্কসমূহ প্রকৃতিগত ভাবে অধিকতর নিয়মানুগ ও নৈর্ব্যক্তিক হয়ে পড়ে।

(৩) শহরাঞ্চলে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এবং গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া বা লেনদেনের ক্ষেত্রে আখেরের হিসাব-নিকাশ প্রাধান্য পায়। সনাতন আচার-অনুষ্ঠান এবং আত্মীয়স্বজন সম্পর্কিত দায়বদ্ধতা হ্রাস পেতে থাকে। আর্থনীতিক লাভালাভের চিন্তা-চেতনার কাছে জাতপাত ও সাম্প্রদায়িক বিচার-বিবেচনা গুরুত্ব হারায়। তার ফলে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হয়।

(৪) নগরায়নের পরিণামে বৃত্তিগত বিশেষীকরণ ও শ্রমবিভাজন বৃদ্ধি পায়।

(৫) বিভিন্ন জনসম্প্রদায়মূলক সংগঠন এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহকে কেন্দ্র করে শহরাঞ্চলের জীবনধারা সংগঠিত হতে দেখা যায়।

(৬) শহরাঞ্চলে শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিনোদন ও ধর্মীয় বিষয়ে বিবিধ সুযোগ-সুবিধা থাকে এবং কালক্রমে এগুলি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।

(৭) সমগ্র সমাজের আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে শহরাঞ্চল উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

১৩.৩. ভারতে নগরায়ন (Urbanization in India)

অধ্যাপক দুবে (S.C. Dube) তাঁর *Indian Society* শীর্ষক গ্রন্থে ভারতে নগরায়ন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর অভিমত অনুযায়ী প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে গ্রাম ও নগরের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল না। সমকালীন ভারতে সহজ-সরল একটি মানদণ্ডে গ্রাম ও নগরের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করা হত। এবং এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হিসাবে জনসংখ্যার পার্থক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হত। ধরে নেওয়া হত যে গ্রামের থেকে নগর ও শহরের জনসংখ্যা হবে বেশী। কিন্তু নগর-শহরের এই জনসংখ্যা কত বেশী হওয়া দরকার, সে বিষয়ে নির্ধারিত কোন নিয়ম-নীতি ছিল না। তখন এ দেশে নগরের সংখ্যা ছিল নিতান্তই কম।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতে নগর-শহরসমূহে বৃত্তিগত বৈচিত্র্য ছিল। এক এক রকম নগরে এক এক রকম পেশাগত কাজকর্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হত। বিশেষ ধরনের কাজকর্ম বা উপযোগিতার জন্য

নগরগুলি বিখ্যাত ছিল। বিশেষ একটি কাজের জন্য এক একটি নগর বিশিষ্ট হলেও প্রত্যেক নগরেই অল্পবিস্তর অন্যান্য কাজকর্মও হত। আবার এক বা একাধিক বিশেষ বৃত্তিকে কেন্দ্র করেই অধিক কাজকর্ম হত। প্রশাসনিক কেন্দ্র মাত্রেই রাজধানী হিসাবে নগরের মর্যাদা পেত। তা ছাড়া ছিল কিছু বাণিজ্য কেন্দ্র। তেমনি আবার রাজধানী অন্যান্য কাজকর্মের পীঠস্থানে পরিণত হত। সাধারণত সমকালীন রাজধানী-নগরে শিক্ষাকেন্দ্র, চিকিৎসাকেন্দ্র, বাণিজ্যকেন্দ্র প্রভৃতি গড়ে উঠত। তা ছাড়া সে সময় ছিল ধর্মীয় বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্র।

প্রাচীন ভারতে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন ধরনের নগর। প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে রাজধানী-নগর গড়ে উঠেছিল। সামরিক ঘাঁটিকে কেন্দ্র করে দুর্গ-নগরের সৃষ্টি হয়েছিল। বিদ্যার্জন ও জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলনের জন্য 'নালন্দা'-'তক্ষশীলা'-র মত নগর গড়ে উঠেছিল। হিন্দুদের ধর্মীয় তীর্থক্ষেত্র হিসাবে প্রয়াগ, দ্বারকা, গয়া, বারাণসী, বৃন্দাবন, পুরী, তিরুপতি, রামেশ্বরম প্রভৃতি জায়গায় নগরের পত্তন হয়েছিল। জলপথে বাণিজ্যের কারণে 'পট্টন' নামে বাণিজ্যবন্দরের সৃষ্টি হয়েছিল। বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল প্রাকার বেষ্টিত নগর। আবার 'খেতা' বা 'দ্রোণমুখ' নামে পরিচিত ছোট ছোট বাণিজ্যকেন্দ্রের সৃষ্টি হয়েছিল।

অধ্যাপক দুবের অভিমত অনুযায়ী নগরগুলি প্রথম স্থাপিত হয় ছ'শ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগে। তারপর থেকে নগরসভ্যতার সেই ধারা এদেশে অব্যাহত আছে। ভারতে এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজবংশ রাজত্ব করেছে। তাদের রাজধানীকে কেন্দ্র করে নগরসভ্যতা বিকশিত হয়েছে। সমকালীন ভারতে শাস্ত্র অধ্যয়ন ও বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার জন্য গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন কেন্দ্র। পুরাতন দুর্গসমূহের সংস্কার এবং বহু নতুন দুর্গ তৈরী করা হয়েছিল। আগেকার অনেক বাণিজ্যকেন্দ্র টিকে ছিল এবং বহু নতুন বাণিজ্যকেন্দ্রের সৃষ্টি হয়েছিল। এ দেশে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের বসবাস বহুদিনের। ভারতের মুখ্য প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় নিজেদের উপাসনাকেন্দ্র বা ধর্মাচরণের পীঠস্থান গড়ে তুলেছিল। প্রাচীন ভারতে নগরসভ্যতার এই ধারা এলাকার বিভিন্ন জনবসতিকে প্রভাবিত করেছে। তার ফলে অনেক জনপদের স্বাতন্ত্র্য ও স্ব-নির্ভরতা সংরক্ষণ করা যায় নি।

ভারতে বহু বিদেশী শক্তি রাজত্ব করেছে। তাদের মধ্যে ফরাসি ও পর্তুগীজদের নামও করতে হয়। এরা ভারতের ক্ষুদ্র এক একটি অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত অল্পদিনের জন্য রাজত্ব করেছে। স্বভাবতই ফরাসি ও পর্তুগীজরা ভারতে বেশী নগর গড়ে তোলেনি। তারা গুটি কয়েক নগরের পত্তন করেছিল। কিন্তু এই সমস্ত নগর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে আজও ভাস্বর।

ভারত মুঘল আমলে কিছু শহরের সৃষ্টি হয়েছিল। ব্রিটিশ আমলে নগরায়নের গতি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে নগরায়নের বিকাশ ও বিস্তার ঘটে অতি দ্রুতগতিতে। এ দেশে বিদেশী ব্রিটিশ শক্তি সুদীর্ঘ প্রায় দু'শ বছর ধরে রাজনীতিক কর্তৃত্ব কায়েম রেখে শাসনকার্য চালিয়ে গেছে। এই সুবাদে এদেশে তারা নগরায়নের ক্ষেত্রে সদর্থক ও দীর্ঘমেয়াদী ভূমিকা পালন করেছে। ব্রিটিশরা কোলকাতা, বোম্বাই (মুম্বাই), মাদ্রাজ (চেন্নাই) এই তিনটি প্রেসিডেন্সি শহরের পত্তন করেছে। দার্জিলিং, মুসৌরী প্রভৃতি কিছু শৈল শহরও তারা গড়ে তুলেছে। ভারতের বিভিন্ন ছোট শহরে ব্রিটিশদের তৈরী সামরিক ছাউনি, সিভিল লাইনস, মল রোড প্রভৃতি এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। আবার ব্রিটিশ আমলে শিল্পকারখানাকে কেন্দ্র করে শিল্পশহর এবং রেলজংশনকে কেন্দ্র করে উল্লেখযোগ্য শহর গড়ে উঠেছে। তা ছাড়া ব্রিটিশ আমলে মহকুমা ও জেলাগুলিতেও নগরসভ্যতার বিকাশ ঘটে।

জনগণনার সময় নগরের সংজ্ঞা এবং নগর চিহ্নিত করার মাপকাঠি নির্ধারিত থাকে। ১৯০১ সাল থেকে ১৯৬১ সাল অবধি নগরের সংজ্ঞা ছিল একরকম। ১৯৬১ সালের জনগণনার প্রাক্কালে এই সংজ্ঞার পরিবর্তন করা হয়। এবং তদনুসারে নগর এলাকা নির্ধারণের মানদণ্ড স্থিরীকৃত হয়। বর্তমানে নগর এলাকা চিহ্নিত করার সেই মাপকাঠিই চালু আছে। তদনুসারে বর্তমানে নগর হিসাবে স্বীকৃতি পায় কর্পোরেশন এলাকা, পুর এলাকা, নোটিফায়েড এলাকা, টাউন কমিটি অথবা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড শাসিত এলাকা প্রভৃতি। এখন নগরের স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট জনপদের অধিবাসীর সংখ্যা হতে হবে অন্তত পাঁচ হাজার। এই জনসংখ্যার মধ্যে কমপক্ষে পঁচাত্তর শতাংশকে অকৃষিমূলক পেশায় নিযুক্ত থাকতে হবে। জনপদের বর্গমাইল পিছু জনবসতি হবে ন্যূনতম এক হাজার। নগরের স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য আবার বেশ কিছু নাগরিক সুবিধা বা পরিষেবার অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে বৃহদাকারের আবাসন কলোনি, বিদ্যুতের ব্যবস্থা, বিনোদন কেন্দ্র, নলের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ, প্রয়োজনীয় পরিবহন ব্যবস্থা প্রভৃতি।

আবার 'নগর' (town), 'শহর' (city) ও 'মহানগর' (megacity)-এর মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যের কথা বলা হয়। কোন জনপদে আধুনিক নাগরিক পরিষেবা সমেত জনবসতি যদি এক লাখের অধিক হয়, তা হলে তাকে বলা হয় শহর (city)। কিন্তু এই জনবসতি এক লাখের কম হলে তাকে বলা হয় নগর (town)। আবার এই জনবসতি দশ লাখের অধিক হলে সেই জনপদকে বলা হয় মহানগর (megacity)। ভারতের বৃহৎ চারটি মহানগর হল : কোলকাতা, দিল্লি, মুম্বাই ও চেন্নাই।

ভারতের অপেক্ষাকৃত পুরাতন ও ছোট কিছু শহরের আকৃতি-প্রকৃতি অন্য রকম। এই সমস্ত শহর অনেকাংশে সমৃদ্ধশালী গ্রামের মতই। এ রকম শহরে জাতপাত, পরিবার, আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রভৃতি সবকিছুই বাহ্যত কিছু বদলেছে। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে তাদের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। সাবেকি ধ্যান-ধারণাসমূহ এ রকম শহরে অনেকাংশ অব্যাহত। সাবেকি সমাজ-কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার লক্ষণ এখানে দেখা যায় না। অধ্যাপক শ্যামাচরণ দুবে তাঁর *Indian Society* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

ভারতে নগরায়নের কারণ

বিশ্বের সকল দেশেই নতুন নতুন অঞ্চলকে নগরে রূপান্তরিত করার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বব্যাপী নগরায়নের (Urbanization) এই প্রবণতা বর্তমান। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। সুতরাং পরিবর্তনের এই প্রবণতা বা গতি অল্পবিস্তর সকল দেশেই দেখা যায়। স্বভাবতই এ ক্ষেত্রে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে ভবিষ্যৎ মানব সভ্যতা হবে নগর-কেন্দ্রিক। কেননা, বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনের গতিটাই হল শহরমুখী। নগরায়নের পথে মানবসভ্যতার এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা হয় শিল্প বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে। বর্তমান শতাব্দীর শেষ ভাগে এই পরিবর্তন-প্রবণতা সর্বব্যাপকতা লাভ করেছে। এবং আজ তা দূরন্ত গতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। মানুষের কাছে গ্রামীণ সমাজ আজ অনভিপ্রেত। তার পরিবর্তে পৌর সমাজের প্রতি মানুষের আকর্ষণ তীব্র। আধুনিককালে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এই প্রবণতার কারণ হিসাবে মূলত দু'টি বিষয়ের কথা বলা যায়। এই দু'টি বিষয় হল : (১) গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার মধ্যে কতকগুলি অন্তর্নিহিত অসুবিধা বর্তমান। এই সমস্ত অন্তর্নিহিত অসুবিধার জন্য অনেকে গ্রাম পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়; (২) পক্ষান্তরে, পৌর-জীবনের কিছু নিজস্ব সুযোগ-সুবিধা আছে। এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধার আকর্ষণ অনস্বীকার্য। স্বভাবতই গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকেই নগর-জীবনের প্রতি আকৃষ্ট ও প্রলুব্ধ হয়।

নগরায়নের প্রবণতা

বিশ্বব্যাপী এই নগরায়ন-প্রবণতা থেকে ভারতও বিচ্ছিন্ন নয়। এখানেও চিরাচরিত গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তে পৌর সমাজের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়। ভারতে এই নগরায়ন প্রবণতার সূত্রপাত ঘটে বিশেষত ব্রিটিশ শাসনের প্রাক্কালে। কালক্রমে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীন ভারতে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে ব্যাপকভাবে শিল্পায়ন ঘটে। এবং এর ফলশ্রুতি হিসাবে ভারতে নগরায়নের গতিও দ্রুততর হয়। স্বাধীনতার উত্তর পর্বে ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটে। বিশেষত বিগত তিনটি দশকে এই অগ্রগতির মাত্রা ছিল অনেক বেশী। এর ফলে শিল্প-বাণিজ্যের পীঠস্থানগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন নগর। এই নগরায়ন ভারতের সমগ্র জীবনধারায় ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। ভারতের ঐতিহ্যপূর্ণ সাবেকী আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা-প্রকরণ ইত্যাদি সবই এই পরিবর্তনের স্রোতের মুখে পড়েছে।

ভারতে নগরায়নের প্রবণতা

ভারতে নগরায়নের কারণ অনুসন্ধানের স্বার্থে বিষয়টিকে দু'টি দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করা দরকার : (ক) নগর-জীবনের সুবিধা এবং (খ) গ্রামীণ জীবনের অসুবিধা।

(ক) নগর-জীবনের বৈশিষ্ট্যসূচক উপাদানসমূহের মধ্যে অন্তর্নিহিত কতকগুলি সুযোগ-সুবিধার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধার আকর্ষণ অস্বীকার করা যায় না। সকল দেশেই এই আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়। ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। আকর্ষণের বিষয় হিসাবে নগর-জীবনের সুবিধাগুলি বহু ও বিভিন্ন।

ভারতের নগর-জীবনের সুবিধা

(১) নগর-জীবনের যে বিষয়টি গ্রামবাসীদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে তা হল আর্থনীতিক সুযোগ-সুবিধা। শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থানের বিস্তৃত ক্ষেত্র বর্তমান। এখানে বহু বিচিত্র চাকরি-বাকরি বর্তমান। মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি বা গুণগত যোগ্যতা-ভিত্তিক কাজ যেমন এখানে আছে, তেমনি গায়ে-গতরে খেটেও মানুষ অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা এখানে করতে পারে। অর্থাৎ শহরে যে যার যোগ্যতা অনুসারে কাজ পেতে পারে। তার ফলে জীবন ও জীবিকার সমস্যা এখানে কম।

আর্থনীতিক সুযোগ-সুবিধা

(২) নগর-জীবনে বহু ও বিভিন্ন পার্থিব সুযোগ-সুবিধার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধাও গ্রামের মানুষকে শহরের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং তারা শহরে আসে। পার্থিব প্রাপ্তির ব্যবস্থা করার বহু ও বিভিন্ন পথ শহরে খোলা থাকে। সৎ ও অসৎ উভয় উপায়েই ব্যক্তি শহরাঞ্চলে তার পার্থিব চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করতে পারে। এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা গ্রামাঞ্চলে বড় একটা পাওয়া যায় না এবং আশা করা যায় না।

পার্থিব সুযোগ-সুবিধা

(৩) শহরাঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত। তা ছাড়া এখানে আমোদ-প্রমোদের বিচিত্র ব্যবস্থা বর্তমান। শহরের সংস্কৃতি ও শিল্পকলার আকর্ষণও উপেক্ষা করা যায় না। স্বভাবতই গ্রামাঞ্চলের বিলাসী মানুষকে এই সমস্ত বিষয় আকর্ষণ করে। এই কারণেও গ্রামবাসীদের একটি অংশকে শহরে আসতে দেখা যায়।

বিলাসের আকর্ষণ

(৪) উচ্চশিক্ষা সম্পর্কিত যাবতীয় সুবন্দোবস্ত কেবলমাত্র শহরগুলিতেই পাওয়া যায়। গ্রামাঞ্চলে এই উচ্চশিক্ষার সুযোগ-সুবিধা অনুপস্থিত। স্বভাবতই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার স্বার্থে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়কেই শহরে আসতে হয়। সুতরাং উচ্চশিক্ষার কারণেও গ্রামবাসীদের একটি অংশ শহরে সমবেত হন।

উচ্চশিক্ষার সুযোগ

(৫) দেশের রাজনীতিক ক্রিয়াকলাপের প্রাণকেন্দ্র হল শহরগুলি। সব জায়গাতেই মূলত শহরকে কেন্দ্র করেই দেশের রাজনীতিক কার্যকলাপ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এই কারণে রাজনীতির সঙ্গে সংযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে শহরে এসে ভিড় করতে দেখা যায়।

রাজনীতির প্রয়োজন

(৬) ভারতে নগরায়নের ক্ষেত্রে সহায়ক বিষয় হিসাবে উপরিউক্ত কারণগুলিই সব নয়। ভারতের গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় কতকগুলি অন্তর্নিহিত অসুবিধাও আছে। গ্রামীণ পরিবেশের এই সমস্ত অসুবিধাও প্রতিকূল প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তার ফলে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের অনেকে গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হয়। গ্রাম্য পরিবেশের অসুবিধাগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতে গ্রামীণ সমাজের অসুবিধা

(১) গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান পেশা হল কৃষি। কৃষিজীবী গ্রামবাসীদের আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক নয়। অথচ চাষ-আবাদের উপযোগী জমির আয়তন সীমাবদ্ধ। গ্রামের অধিবাসীদের সংখ্যার অনুপাতে আবাদী জমির আয়তন অপ্রতুল। এতদ্‌সত্ত্বেও কৃষিজীবী গ্রামবাসীরা প্রয়োজনের তুলনায় অধিক সংখ্যায় চাষ-আবাদে আত্মনিয়োগ করে। তার ফলে কৃষিক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া পুরো বেকারত্ব এবং অভাব-অভিযোগের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। আবার সারা বছর জুড়ে কৃষিক্ষেত্রে কাজ পাওয়া যায় না। স্বভাবতই বছরের বেশ কিছুটা সময় কৃষকদের বসে কাটাতে হয়। এই সময় রুজি-রোজগার কার্যত বন্ধ থাকে। তার ফলে আর্থিক দুর্দশা বৃদ্ধি পায়। আর্থনীতিক ক্ষেত্রে এই রকম প্রতিকূল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকেই জীবিকার্জনের তাগিদে শহরমুখী হতে বাধ্য হয়।

বেকারত্ব

(২) আধুনিক ভারতের গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা-দীক্ষার উল্লেখযোগ্য বিস্তার ঘটেছে। এ বিষয়ে দ্বি-মতের অবকাশ নেই। গ্রামবাসীদের একটি অংশ এখন অল্পবিস্তর শিক্ষিত। গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের এই শিক্ষিত অংশটি বর্তমানে কৃষিকার্যকে জীবনের বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে রাজী নয়। কোন রকম শ্রমসাধ্য কাজ করতে তারা অসম্মত। নগর-জীবনের বাবুকাজ (white-coller-job) তাদের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয় প্রতিপন্ন হয়। এই পরিবর্তিত মানসিকতার জন্য তারা শহরমুখী হয়। অর্থ ও মর্যাদা লাভের আশায় তারা শহরে এসে ভিড় করে।

শিক্ষার বিস্তার

(৩) গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা বর্ণ ও জাতির ভিত্তিতে ক্রমস্তরবিন্যস্ত। জাত-পাতের বেড়া এখানে বড়ই কঠিন। গুণগত যোগ্যতার বিচারে উন্নত মানের হলেও নিম্ন বর্ণের মানুষকে এই বেড়া অতিক্রম করতে দেওয়া হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে, সামাজিক সচলতার (social mobility) সুযোগ গ্রামাঞ্চলে থাকে না। আবার অনেক সময় তথাকথিত নীচু জাত বা নিম্নবর্ণের ব্যক্তিবর্গের উপর বিভিন্ন রকমের সামাজিক অক্ষমতা বা নির্যাতন চাপিয়ে দেওয়া হয়। তা তাদের মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। অপরপক্ষে পৌর সমাজব্যবস্থার পরিবেশ অনেক বেশী উদার, সহিষ্ণু ও মানবিক। পৌর পরিবেশ গ্রামীণ সমাজের সমস্ত রকম সংকীর্ণতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত। স্বভাবতই নগর-জীবনের উদার ও মানবিক পরিবেশ এদের হাতছানি দেয়। তা ছাড়া সামাজিক সচলতার সুযোগও শহরে অনেক

সামাজিক সচলতার অভাব

বেশী। হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষের উপর গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত সামাজিক অক্ষমতা (social stigma) আরোপ করা হয় নগর-সমাজে তা থাকে না। স্বভাবতই গ্রামবাসীদের এই অংশটির মধ্যে শহরবাসী হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।

(৪) গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের নগরমুখী প্রবণতার জন্য আর একটি বিষয়কেও দায়ী করা যায়। সেটি হল গ্রামাঞ্চলের প্রতি সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণ। গ্রামবাসীদের নিজ গ্রাম পরিত্যাগ করার কারণ হিসাবে সরকারের পক্ষপাতদুষ্ট শহরমুখী নীতি বহুলাংশে দায়ী। সরকার উন্নয়নমূলক খাতে যা ব্যয় করেন তার সিংহভাগই চলে যায় শহর ও শহরবাসীদের কল্যাণের জন্য। আবার গ্রামীণ অর্থনীতিকে শহরবাসীদের স্বার্থে প্রতিকূল পথে নিয়ন্ত্রণও করা হয়। যেমন সরকার খাদ্যশস্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করেন। এর উদ্দেশ্য হল শহরের মানুষকে সস্তা দরে খাদ্য সরবরাহ করা। কিন্তু সরকার কৃষি পণ্যের দাম যেমন নিয়ন্ত্রণ করেন, তেমনিভাবে কৃষিতে ব্যবহার্য বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধ এবং কৃষকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম নির্ধারণের বা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন না। সেগুলির দাম অনিয়ন্ত্রিত এবং ঊর্ধ্বমুখী অবস্থাতেই থাকে। গ্রামের মানুষ তথা কৃষকদের স্বার্থবিরোধী এই খাদ্যনীতি হল প্রবলভাবে পক্ষপাতদুষ্ট এবং শহরমুখী। একদিকে গ্রাম ও গ্রামবাসীদের উন্নয়নে সরকারের বিনিয়োগ হ্রাস এবং অন্যদিকে শহর ও শহরবাসীদের স্বার্থে গ্রামীণ অর্থনীতির প্রতিকূল পথে নিয়ন্ত্রণ—এই দুইয়ের ফলে গ্রামীণ অর্থব্যবস্থা অচিরেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই প্রতিকূল আর্থনীতিক অবস্থার অমানবিক চাপ থেকে মুক্তিলাভের জন্য গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে আগ্রহ ও উদ্যোগের সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। ফলে গ্রামের অনেক মানুষই এই আর্থনীতিক অবস্থার চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে শহরমুখী হন।

সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণ

ভারতে নগরায়ন প্রক্রিয়াসঞ্জাত বৈশিষ্ট্যসমূহ

ভারতে নগরায়ন প্রক্রিয়ার পরিণামে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ কিছু নতুন বিষয় পরিলক্ষিত হয়। নগরায়ন প্রক্রিয়াসম্ভূত এই সমস্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক।

(১) ভারতের শহরাঞ্চলের অধিবাসীরা তাদের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করে শিল্প-বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন পেশার মাধ্যমে। পাশ্চাত্ত্য দেশের শহরবাসীদের ক্ষেত্রেও এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য।

(২) এই সমস্ত শিল্প-বাণিজ্যভিত্তিক বৃত্তিগুলির বিশেষ লক্ষণ হল বিশেষীকরণ (Specialization)। সেইজন্য শহরগুলিতে বিভিন্ন পেশায় দক্ষ কর্মীদের সমবেত হতে দেখা যায়। এই কারণে ভারতবর্ষের বড় বড় শহরগুলিতে যেমন, কোলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজে বহু উদ্যোগী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষের ভিড় পরিলক্ষিত হয়। এখানে সমাজব্যবস্থা প্রতিযোগিতামূলক। পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক এখানে অনুপস্থিত। এখানে জাত-পাতের ভিত্তিতে সামাজিক স্তরবিন্যাস তেমন জটিল নয়। এরকম সামাজিক স্তরবিন্যাসের কঠোরতা এখানে নেই। গুণগত যোগ্যতা বা দক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি এখানে যে-কোন রকম উন্নততর বৃত্তি গ্রহণ করার বা নিজ বৃত্তিতে উন্নতি করার সুযোগ পায়। অর্থাৎ শহরাঞ্চলে সামাজিক সচলতার (Social mobility) অবাধ সুযোগ বর্তমান।

সামাজিক সচলতার সুযোগ

(৩) ভারতের বিভিন্ন শহরতলীতে এইভাবে নানা জাতির এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও ভাষাভাষী মানুষ এসে ভিড় করেছে। শহরাঞ্চলে সকল শ্রেণীর মানুষ অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে মেলামেশা করে। তার ফলে জাতপাতের বৈষম্য এখানে প্রায় অনুপস্থিত। হিন্দু সমাজের তথাকথিত অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীও শহরের এই বৃহৎ জনসম্প্রদায়ের মধ্যে কোন ক্ষেত্রে সামাজিকভাবে অযোগ্য বলে বিবেচিত হন না। জাতপাতের কারণে তাদের উপর কোনরকম অক্ষমতা আরোপিত হয় না। এর ফলে শহরগুলিতে এক নতুন ধরনের সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই উদার, মুক্ত ও সচল সমাজ ঐতিহ্যপূর্ণ ও রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের ভিত্তিতে আঘাত করেছে। নগরায়নের ফলে জাতিব্যবস্থার পরিবর্তন প্রসঙ্গে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী আলোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীনিবাস (M.N. Srinivas), আঁদ্রে বেতে (Andra Beittle), অধ্যাপক শ্যামাচরণ দুবে (S.C. Dube), অধ্যাপক যোগেন্দ্র সিং (Yogendra Singh) প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের অভিমত অনুযায়ী নগরায়ন প্রক্রিয়ার ফলে জাতিব্যবস্থা বহুলাংশে হীনবল হয়ে পড়েছে। অধ্যাপক দুবের অভিমত অনুযায়ী শহরাঞ্চলের জীবনধারায় জাতি ব্যবস্থার বন্ধন অনেকাংশে আলগা হয়ে পড়েছে। কারণ আধুনিকীকরণের

উদার সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি

ফলে সনাতন সামাজিক অনুশাসনসমূহ দুর্বল হয়ে পড়েছে। শহরাঞ্চলে সাবেকি সমাজকাঠামো বেশ কিছুটা শিথিল হয়ে পড়েছে। নগরজীবনে আর্থনীতিক স্বার্থের প্রবল প্রতাপের চাপে জাত-পাতের বিষয়াদি কিছুটা চাপা পড়ে গেছে। শহরাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ ও জাত-পাত নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠার প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। আঁদ্রে বেতের মতানুসারে শহরাঞ্চলের এলিট শ্রেণীর কাছে জাতি ব্যবস্থার বন্ধনের থেকে শ্রেণীব্যবস্থার বন্ধন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

(৪) ভারতের গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় পরিবারগুলি বহুমুখী ও ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। গ্রামাঞ্চলে পরিবারগুলির ভূমিকা আর্থনীতিক ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই পরিব্যাপ্ত। গ্রামীণ সমাজে পরিবারগুলির আর্থ-সামাজিক ভূমিকা বা দায়িত্ব বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পৌর সমাজে পরিবারগুলিকে এ ধরনের বহুমুখী ও ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে হয় না। শহরাঞ্চলে পরিবারের কোন রকম আর্থ-সামাজিক দায়-দায়িত্ব নেই বললেই চলে। নগর-জীবনে পরিবার-ব্যবস্থার সাধারণ বৈশিষ্ট্যই হল এরকম। পৌর সমাজে এই সমস্ত দায়িত্ব পালন করার জন্য বিভিন্ন সংগঠন ও সমিতি গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ নগরবাসীদের জীবনে পরিবারের ভূমিকার গুরুত্ব বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছে। শহরাঞ্চলে পরিবারগুলি গ্রামীণ পরিবারের বহুমুখী ও ব্যাপক ভূমিকা থেকে বঞ্চিত। ভারতের গ্রামগুলিতে যৌথ পরিবার-ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ভারতের শহরগুলিতে এই ধরনের পারিবারিক কাঠামো প্রায় চোখেই পড়ে না। শহরাঞ্চলে পরিবারগুলি বিভক্ত। আকারে আয়তনে এই পরিবারগুলি ছোট ছোট। যৌথ পরিবারের পিতৃশাসিত প্রকৃতি এই ধরনের পরিবারে অনুপস্থিত থাকে। পরিবারের কাঠামো-কার্যাবলীর উপর নগরায়নের প্রভাব সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী আলোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে কাপাডিয়া (K.M. Kapadia), দেশাই (I.P. Desai), রস (A. Ross), গোরে (M.S. Gore) প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরিবার-ব্যবস্থায় পরিবর্তন

(৫) বর্তমানে নগরায়নের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পরিবারের ভূমিকার পরিবর্তন ঘটেছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ও পরিবারে নারীর ভূমিকার পরিবর্তন ঘটেছে। সামাজিক এবং পারিবারিক ক্ষেত্রে নারীরা আজ অন্য ভূমিকায় অবতীর্ণ। আগের মত মহিলাদের আর ঘরকন্নার যাবতীয় কাজের সামগ্রিক দায়িত্ব পালন করতে হয় না। আধুনিক কালের আর্থনীতিক টানা-পোড়েন গৃহকর্মে আবদ্ধ মহিলাদের পারিবারিক চৌহদ্দির বাইরে এনে দাঁড় করিয়েছে। তারাও আজ পুরুষের পাশাপাশি জীবনযুদ্ধের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির বিভিন্ন রকমের পরোক্ষ প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। সমগ্র সমাজব্যবস্থায় এবং পরিবার-জীবনে এই প্রভাব-প্রতিক্রিয়া অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। তুলনামূলক বিচারে নগরাঞ্চলের মহিলাদের মধ্যে শিক্ষিতের হার অধিক। শহরাঞ্চলের মহিলাদের মধ্যে অবদমিত অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রবণতা অধিক। শহরাঞ্চলে মহিলাদের মর্যাদার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটেছে। শহরের মহিলাদের মধ্যে এক ধরনের জাগরণ পরিলক্ষিত হয়। এখানে অনেক মহিলাই স্বনির্ভর। স্বামীর উপর আর্থিক নির্ভরশীলতা অনেকেরই নেই। স্বামীর দাসী হিসাবে তাদের দিন যাপন করতে হয় না। এ প্রসঙ্গে আরনেস্ট মাওরার (Earnest K. Mowrer) মন্তব্য করেছেন : "The husband is no longer the head of the household in many families, inspite of the fact that he still provides the family name. The wife, on the other hand, finds herself quite equal of her husband in the family circle, if not superior."

নারীর ভূমিকায় পরিবর্তন

(৬) ভারতের নগর-শহরগুলির অধিবাসীদের মধ্যে জাতিগত সত্তার পরিপ্রেক্ষিতে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। অধ্যাপক আহুজা (Ram Ahuja) তাঁর *Indian Social System* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে অর্থবহ আলোচনা করেছেন। তাঁর অভিযোগ অনুযায়ী শহরাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে জাতিসত্তাগত বৈচিত্র্য সামাজিক সংহতির ক্ষেত্রে প্রতিকূলতার সৃষ্টি করে। অধিকাংশ শহরেই বহু ও বিভিন্ন জাতিসত্তার মানুষ বসবাস করে। তাদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্যকে সাধ্যমত সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাদের যত্নবান হতে দেখা যায়। জনজীবনের প্রাত্যহিক ক্ষেত্রে তারা তাদের আত্মপরিচয়কে বজায় রাখতে চায়। খণ্ড জাতিচেতনাকে নিয়েই তারা তাদের অস্তিত্ব রক্ষায় আত্মনিয়োগ করে। অর্থাৎ

জাতিগত সত্তার বৈচিত্র্য

জনজীবনে জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে অবস্থানগত স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত। এই স্বাতন্ত্র্য শহুরে সমাজে সংহতি সাধনের ক্ষেত্রে সংকটের সৃষ্টি করে।

(৭) শহরাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ব্যাপক ধনবৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান শহরে ব্যাপক। শহরের অধিবাসীদের মধ্যে মুষ্টিমেয় মানুষ দেখা যায় যাদের বিত্ত-বৈভবের সীমা-পরিসীমা নেই। তারা অর্থ ব্যয়ের পথ খুঁজে পায় না। অত্যাধুনিক জীবনের বিলাস-ব্যসনের যাবতীয় উপকরণ তাদের অনায়াস আয়ত্তে। এদের পাশাপাশি শহরের মধ্যেই বসবাস করে দীন-দরিদ্রের বিরাট একটি সংখ্যা। তাদের প্রাত্যহিক জীবন সমস্যাসঙ্কুল। তাদের দারিদ্র্য ও দুঃখ-কষ্টের সীমা নেই। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিষেবা নেই। মানবিক বাসস্থান নেই। এদের অনেকেই কর্মহীন। এদের জীবনযাপন মানুষের পক্ষে অবমাননাকর। শহরে বিশাল সংখ্যক দরিদ্র ও মুষ্টিমেয় বিত্তবানের মধ্যে আছে আর এক শ্রেণীর কিছু মানুষ। এরা মধ্যবিত্ত হিসাবে পরিচিত। কিন্তু শহরের মধ্যবিত্ত নির্দিষ্ট আকারহীন। কারণ এদের মধ্যে একটি অংশ আছে যাদের আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। তারা বিত্তবানদের জীবনধারা অনুসরণের ব্যাপারে অতিমাত্রায় আন্তরিক ও উদ্যোগী। আবার শহুরে মধ্যবিত্তদের মধ্যে আর একটি অংশ আছে। তাদের আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল নয়।

প্রকট ধনবৈষম্য

(৮) নগরায়নের অন্যতম ফলশ্রুতি হিসাবে বৌদ্ধিক বিকাশের কথা বলা হয়। সমাজবিজ্ঞানী সিমেলের অভিমত অনুযায়ী নগর-জীবনের প্রভাবের ব্যাপ্তি ও গভীরতা অনস্বীকার্য। এতদ্‌সত্ত্বেও মহানগরীগুলি মেধাগত চর্চার পীঠস্থান হিসাবে পরিচিত। শহরাঞ্চলেই বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটে এবং বিষয়ীগত অস্তিত্ব অব্যাহত থাকে। এই বৌদ্ধিক বিকাশ কালক্রমে বিস্তার লাভ করে। এবং এই বৌদ্ধিক চর্চা নির্বস্তুক বিভিন্ন বিষয় হিসাবে প্রতীয়মান হয়। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, কোলকাতা মহানগরী ছিল উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার নবজাগরণের মূল কেন্দ্র। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বাঙলার প্রাতস্মরণীয় মনীষীদের যাবতীয় উদ্যোগ-আয়োজনের কেন্দ্রভূমি ছিল মহানগরী কোলকাতা। বর্তমানেও একই ধারা অব্যাহত। সাম্প্রতিককালেও সৃজনশীল সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা, উচ্চ শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধ্যয়ন, মননশীল ও যাবতীয় বৌদ্ধিক কাজকর্ম মহানগরীগুলিতেই সম্পাদিত হতে দেখা যায়।

বৌদ্ধিক বিকাশ

(৯) ভারতে নগরায়নের অন্যতম ফল হিসাবে সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীসমূহের বিকাশ ও সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদের কথা বলা হয়। ভারতের মহানগরীগুলিতেই জাতি, ধর্ম, ভাষা প্রভৃতি বিভিন্ন ভিত্তিতে গড়ে উঠা সংঘ-সমিতি সমূহের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত ভারতের বৃহৎ শহরগুলিতেই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী তাদের কার্যকলাপকে সংগঠিত করে। এইভাবে ভারতের মহানগরগুলি সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে প্রতীয়মান হয়।

সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ

(১০) শহরাঞ্চলে বস্তুবাদী দর্শনের বিকাশ ও প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। স্বভাবতই নগর-জীবনে ধর্মীয় আবেদনের অবক্ষয় দেখা দেয়। শহরের অতিমাত্রায় বস্তুবাদী মানুষ আধ্যাত্মিক জীবনধারার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করে।

(১১) ভারতের শহরাঞ্চলে বিবাহ প্রতিষ্ঠানটির ক্ষেত্রে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত পাত্র-পাত্রীর পিতামাতারাই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু নগরাঞ্চলে জীবনসঙ্গী বা জীবনসঙ্গিনী নির্ধারণের ব্যাপারে ব্যক্তিগত ও স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

(১২) শহরাঞ্চলে রুজিরোজগারের জন্য পুরুষ মানুষের ভিড় পরিলক্ষিত হয়। পরিবার-পরিজন গ্রামের বাড়ীতেই বসবাস করে; কিন্তু কাজকর্মের তাগিদে পুরুষ মানুষেরা শহরে আসতে বাধ্য হয়। এই কারণে ভারতের নগরাঞ্চলে আনুপাতিক বিচারে মহিলাদের থেকে পুরুষের সংখ্যা অধিক।

(১৩) নগরাঞ্চলে বিনোদনের বিষয়টিও ব্যবসায়িক। শহরে পয়সা দিয়ে আমোদ-প্রমোদ ক্রয় করতে হয়। স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত বিনোদনের ব্যবস্থা শহরাঞ্চলে মোটামুটি অনুপস্থিত।

(১৪) পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে, শহর ও গ্রামের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে মাত্রাবিভক্তি সম্পাদন সম্ভব নয়। নগরজীবন ও গ্রামীণ জীবনের মধ্যে এক ধরনের ধারাবাহিক পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ভারতে পরিলক্ষিত

হয়। নগরায়ন প্রক্রিয়ার পরেও এ দেশে গ্রাম ও শহরের জীবনধারার মধ্যে ধারাবাহিকতার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। বর্তমান ভারতে তথ্য ও প্রযুক্তির এবং পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ ও ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। তার ফলে নগর ও গ্রামের সমাজব্যবস্থার মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান বহুলাংশে অপসৃত হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে নগরায়ন প্রক্রিয়া গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছে। অনুরূপভাবে আবার নগরজীবন আশেপাশের গ্রামীণ জীবনধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়। নগর জীবনের আলাদা আকর্ষণ আছে। এতদ্‌সত্ত্বেও শহরাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে গ্রামীণ জীবনধারার প্রতি অল্পবিস্তর আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়। অনুরূপভাবে আবার গ্রামীণ সমাজেও শহরের পোষাক-পরিচ্ছদ, চালচলন প্রভৃতির কমবেশী প্রচলন দেখা যায়। নগরজীবন এবং গ্রামীণ জীবনের ধারাবাহিকতার পরিচায়ক হিসাবে আরও কতকগুলি বিষয় উল্লেখযোগ্য। এই বিষয়গুলি হল ঃ জাতি ব্যবস্থার অস্তিত্ব; পরিবারের সাংগঠনিক ও ভূমিকাগত অব্যাহত ধারা; আধুনিকীকরণ সত্ত্বেও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি আনুগত্য; নারী-স্বাধীনতা সত্ত্বেও সাবেকি ধারার অল্পবিস্তর অস্তিত্ব প্রভৃতি।

নগর ও গ্রামীণ জীবন-ধারায় ধারাবাহিকতা

ভারতে নগরায়নের সমস্যাদি

নগরায়ন প্রক্রিয়া ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভারতীয় জনজীবনে নগরায়নের সদর্থক ফলাফলের মত প্রতিকূল প্রভাব-প্রতিক্রিয়াও আছে। জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নগরায়নের ক্ষতিকর ফলাফল পরিলক্ষিত হয়। নগরায়নের এই সমস্ত সমস্যাদি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা আবশ্যক। অধ্যাপক শ্যামাচরণ দুবে (S.C. Dube) তাঁর *Indian Society* শীর্ষক গ্রন্থে শহরাঞ্চলের সমস্যাদি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। অসংখ্য সমস্যার মধ্যে তিনি ভারতের শহরাঞ্চলের চারটি সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই চারটি সমস্যা হল ঃ দারিদ্র্য, আবাসন-সমস্যা, নাগরিক পরিষেবা ও দীন-দরিদ্রদের সাংস্কৃতিক জীবনের সমস্যা। অধ্যাপক দুবে বলেছেন ঃ ''Among the myriad problems of urban India, let us focus attention on four : poverty, housing (or the lack of it), civic amenities, and the great cultural void of the poor.'' যাইহোক, ভারতে নগরায়নের সমস্যাদি সম্পর্কিত আলোচনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ।

এক, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ

নগরায়নের একটি প্রত্যক্ষ প্রতিকূল প্রভাব হিসাবে জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপের কথা বলা হয়। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের শহরাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান জন-প্রচরণ (migration) পরিলক্ষিত। নগরগুলিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের ভিড় শিল্পায়নের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। নগরায়ন এবং ক্রমবর্ধমান জন-প্রচরণ ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। বস্তুতপক্ষে শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং জন-প্রচরণ পরস্পর সম্পর্কিত প্রক্রিয়া হিসাবে পরিচিত। শিল্পকারখানার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ ঘটলে স্বাভাবিক প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায় নগরায়ন এবং ক্রমান্বয়ে ব্যাপক হারে জনসমাবেশ ঘটতে থাকে। শিল্পায়ন ও নগরায়নের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত বহু ও বিভিন্ন কাজকর্মের সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত কাজকর্মের সন্ধানে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু মানুষ শহরে আসতে শুরু করে। তার ফলে শহরাঞ্চলে জনসমাগম ও জনবসতি বাড়তে থাকে। জনসংখ্যার এই মাত্রাতিরিক্ত চাপ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনজীবনে বহুবিধ বিপত্তির সৃষ্টি করে।

প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুসারে নগরকেন্দ্রিক লোকসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের স্থান পৃথিবীতে তৃতীয়। ভারতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হারের পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান ও আশঙ্কা করা হয় যে একবিংশ শতাব্দীতেই নগরকেন্দ্রিক লোকসংখ্যায় ভারত পৃথিবীতে শীর্ষস্থানের অধিকারী হবে।

দুই, দারিদ্র্য

নগরায়নের অন্যতম অনুষঙ্গ হিসাবে দারিদ্র্যের কথা বলা হয়। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের কাছাকাছি দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে। শহরাঞ্চলে দারিদ্র্যের অভিশাপ বাড়ছে। ভারতে গ্রামাঞ্চলের মানুষ সামাজিক নিরাপত্তার সন্ধানে ক্রমান্বয়ে অধিক সংখ্যায় শহরে এসে ভিড় করছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় সামাজিক নিরাপত্তা তারা পাচ্ছে না। তার ফলে নগরাঞ্চলে দারিদ্র্য প্রকট হয়ে পড়ছে। গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা তাদের দারিদ্র্যকে বিভিন্নভাবে মোকাবিলা করতে পারে এবং অনেকাংশে ঢাকা দিতে পারে। কিন্তু নগরাঞ্চলের অধিবাসীদের পক্ষে তা সম্ভব হয় না। এই কারণে শহরে দারিদ্র্য প্রকটভাবে প্রতিপন্ন হয়। শহরাঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মানের উপর এই দারিদ্র্যের বিরূপ প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বিরোধ-বিতর্কের উর্ধ্বে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন প্রভৃতি ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের প্রতিকূল প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

তিন, ভারসাম্যহীনতা

নগরায়ন প্রক্রিয়ার সুবাদে শহরগুলিতে জনবিস্ফোরণ ঘটে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শহরে আসা অগণিত আগন্তুক আবাসন ও জীবিকার সন্ধানে হন্যে হয়ে এদিক-ওদিক করে বেড়ায়। বিভিন্ন জায়গায় বে-আইনীভাবে বাড়ী-ঘর ও মাথা গোঁজার ঝুপড়ি তৈরী শুরু হয়ে যায়। নতুন নতুন বস্তি গড়ে উঠে এবং আগেকার বস্তিসমূহ সম্প্রসারিত হতে থাকে। তাছাড়া শহরে ব্যবসা-বাণিজ্যের এলাকায় এবং জনবসতির এলাকায় এখানে-ওখানে ঝুপড়ি গড়ে উঠতে দেখা যায়। নগরায়ন প্রক্রিয়া ও জন-প্রচরণের পরিপ্রেক্ষিতে শহরের প্রতিষ্ঠিত অঞ্চলসমূহে প্রাথমিক পর্যায়ে এক ধরনের ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়।

অধ্যাপক শ্যামাচরণ দুবে (S.C. Dube) ভারতের নগরায়ন প্রক্রিয়ায় আর এক ধরনের ভারসাম্যহীনতার কথা বলেছেন। শহরে আগন্তুক অধিবাসীদের অনেকেই নগরসমাজের জীবনধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনে ব্যর্থ হয়, একাত্ম হতে পারে না। শহরে এই আগন্তুকদের অনেকেরই রুজিরোজগার নিতান্তই কম, কোনক্রমে দিন গুজরান হয়। এদের পরিবার-পরিজন গ্রামের বাড়ীতেই বসবাস করে। শহরের জীবনধারার অঙ্গীভূত হওয়ার ব্যাপারে এদের অসমার্থ্য অনস্বীকার্য। এ রকম শহরবাসীদের কারণে নগরের সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণার মান অধোগামী হয়। নগরায়নের এই ভারসাম্যহীনতা ভাবনার বিষয়।

শহরাঞ্চলে আর এক ধরনের ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হয়। নগর সমাজে উচ্চবর্গীয় এক শ্রেণীর মানুষ থাকেন। এদের মধ্যে থাকে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য। পৌর জীবনের যাবতীয় নাগরিক সুযোগ-সুবিধা এদের করায়ত্ত। এদের পাশাপাশি ভারতীয় শহরগুলিতে ব্যাপক সংখ্যক অধিবাসী দেখা যায় যাদের দারিদ্র্যের সীমা নেই। অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য ও অপুষ্টি এদের নিত্য সাথী। এদের মধ্যে বেকারী, পতিতাবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে শহরের এ রকম জনবস্তিতে দুর্নীতি, মাদকাশক্তি, অপরাধ প্রবণতা প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়।

চার, সামাজিক সহানুভূতির অবক্ষয়

নগর সমাজের জীবনধারায় সামাজিক সহানুভূতির অবক্ষয় উদ্বেগজনক। শহরাঞ্চলে ব্যাপক জন-প্রচরণ বা জনবিস্ফোরণের কারণে অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহানুভূতির অভাব পরিলক্ষিত হয়। গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ব্যাপক সদ্ভাব-সম্প্রীতি বর্তমান থাকে। গ্রামের অধিবাসীরা সকলে প্রত্যেককে জানে ও চেনে। গ্রামের মানুষ একে অপরের সুখ-দুঃখের খবর রাখে এবং প্রয়োজনে পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। পরস্পর পরস্পরের আনন্দ-বেদনার অংশীদার হয়। কিন্তু শহরাঞ্চলে পরিস্থিতি একেবারে আলাদা। অপরকে জানার আগ্রহ বা সুযোগ এখানে বড় একটা দেখা যায় না। স্বভাবতই অজানা ব্যক্তিবর্গের জন্য সহানুভূতি সম্প্রীতির প্রশ্নই উঠে না। শহরের মানুষ প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত; বড়জোর নিকট কিছু বন্ধু-বান্ধবের খোঁজখবর রাখে।

অধ্যাপক দুবের অভিমত অনুযায়ী শহরের অধিবাসীদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। নগরবাসীদের পারস্পরিক সম্পর্ক বহুলাংশে বিধিবদ্ধ ও রীতিমাফিক। নগরের জনজীবনে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি বহুলাংশে ব্যক্তি সম্পর্কহীন।

পাঁচ, আবাসন সমস্যা

ভারতের মহানগরীগুলোতে আবাসন সমস্যা প্রকট। কোলকাতা, মুম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর মহানগরীতে অনেক মানুষেরই মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। শিল্পোন্নত শহরগুলিতেই সমস্যা মাত্রাতিরিক্ত। বড় বড় শহরে অনেক মানুষকেই পথচারীদের জন্য রাস্তায় রাত কাটাতে দেখা যায়। মাথার উপরে যাদের ছাদ জোটে তারা ব্যাপক সংখ্যায় গাদাগাদি করে গরু-ছাগলের মত বসবাস করে। একটা ঘরে অনেক মানুষকেই থাকতে হয়। আবাসনের সমস্যা-সংকট এবং এভাবে বসবাস বিবিধ সমস্যার জন্ম দেয়। অধ্যাপক দুবের অভিমত অনুযায়ী শহরাঞ্চলে বাসস্থানের সমস্যা প্রকট হয়ে পড়েছে। প্রয়োজনের বিচারে আবাসনের ব্যবস্থা হয়েছে নিতান্তই কম। অধ্যাপক দুবে বলেছেন ঃ "The situation in respect of housing is alarming. The shortage is very considerable." অধ্যাপক দুবে বারটি মহানগরীর গৃহহীন মানুষের একটি সারণী দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট সারণীর তথ্যাদি ১৯৮১ সালের পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তিশীল। তিনি দেখিয়েছেন যে, উল্লিখিত শহরগুলিতে অনেকেরই মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। তিনি এ বিষয়েও সতর্ক করে দিয়েছেন যে সারণীর পরিসংখ্যান গৃহহীনদের প্রকৃত অবস্থার পরিচায়ক নয়। প্রতিটি শহরের মোট অধিবাসীর সংখ্যার তুলনায় গৃহহীনদের সংখ্যা অতিমাত্রায় ভয়াবহ ও উদ্বেগজনক। বিচ্ছিন্নভাবে গজিয়ে উঠা বস্তিসমূহেও বহু মানুষ বসবাস করে। তাদের সংখ্যাও অনেক।

ছয়. বস্তি-সমস্যা

ভারতে বড় বড় শহরগুলিতে জনবিস্ফোরণ ও আবাসন সমস্যার অনুষঙ্গ হিসাবে বস্তি সমস্যার সৃষ্টি হতে দেখা যায়। বাসস্থানের ব্যাপক সংকটের কারণে বড় বড় শহরগুলির আশেপাশে ও আনাচে কানাচে সারি সারি ঝুপড়ি বা বস্তি গড়ে উঠতে দেখা যায়। এই বস্তিগুলি সমৃদ্ধ নগরের সমাজদেহে কলঙ্কচিহ্ন হিসাবে প্রতিপন্ন হয়।

ভারতের মহানগরীগুলির বস্তি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য পরিসংখ্যান পাওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা আছে। প্রাপ্ত একটি পরিসংখ্যান অনুসারে জানা যায় যে, বর্তমান ভারতে বস্তি বাড়ীতে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা কুড়ি শতাংশ। এবং এ রকম বসতির হার সব থেকে বেশী কোলকাতায় বিয়াল্লিশ শতাংশ। মুম্বাইতে এই হার তেত্রিশ শতাংশ। কোলকাতার প্রায় এক কোটি অধিবাসীর মধ্যে তিরিশ লক্ষ মানুষের বসবাস বস্তিবাড়ীতে। অনুরূপভাবে আবার গুদামঘর, গ্যারেজ, খাটাল, বিভিন্ন ছাউনি প্রভৃতি আস্তানায়ও বেশ কিছু মানুষ বসবাস করে। এদের সংখ্যাও অবহেলা করার নয়। অধ্যাপক দুবের অভিমত অনুযায়ী কোলকাতার মোট অধিবাসীর পঁয়ত্রিশ শতাংশ বস্তিবাসী, মুম্বাই-এর আটত্রিশ শতাংশ এবং চেন্নাই-এর বত্রিশ শতাংশ।

বস্তি অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ কঠোর পরিশ্রম করে দিন গুজরান করে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই পরিশ্রম করে। এদের জীবনধারা সাধারণত সহজ-সরল প্রকৃতির হয়। তবে নগরজীবনের দুষ্ক্রিয়তামূলক বিভিন্ন অসামাজিক কাজ বস্তিবাসীদের মধ্যে সংঘটিত হতে দেখা যায়। বিভিন্ন অঞ্চলের তোলা আদায়কারী 'ডন'-রা সাধারণত বস্তি অঞ্চলেই তাদের ডেরা বানায়। চোরাচালানকারীরাও অনেক সময় বস্তিবাড়ীগুলিকে নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে মনে করে। আবার চোলাই মদের ঠেকও বস্তি অঞ্চলে গড়ে উঠতে দেখা যায়। আবার নারীদেহের ব্যবসার মত অসামাজিক ও অপরাধমূলক কাজকর্মের জন্যও বস্তিবাড়ীগুলিকে অবাধে ব্যবহার করা হয়।

নগর সমাজে বস্তিবাসী গরিবদের জন্য পৌর সুযোগ-সুবিধা বা নাগরিক-পরিষেবা নিতান্তই অপ্রতুল। বস্তি এলাকার রাস্তা হল গলি ঘুঁজি। বস্তির গলিগুলি কর্দমাক্ত ও নোংরা। দিনের বেলাতেও গলিগুলি অনেক ক্ষেত্রে অন্ধকারাচ্ছন্ন। বস্তি এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা অনুপস্থিত। বস্তিবাসীদের অধিকাংশই উন্মুক্ত অঞ্চলে প্রকাশ্যে মলমূত্র ত্যাগ করে। পরিবেশ পুতিগন্ধময় হয়ে পড়ে। রোগ-অসুখ ছড়িয়ে পড়ার আশংকা দেখা দেয়। বস্তি অঞ্চলে স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা অতি নিম্নমানের এবং প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। প্রাথমিক কিছু স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। কিন্তু এই সমস্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডাক্তার ও ওষুধপত্রের অভাব সর্বজনবিদিত। বস্তিবাসীরা পুরসভার সরবরাহ করা পানীয় জল পায় দিনে তিন বার—সকাল, বিকেল ও রাত্রে। এই সরবরাহ অপর্যাপ্ত ও অল্প সময়ের জন্য। আবার বস্তি অঞ্চলে জলের কলের সংখ্যাও কম। তাই প্রতিটি কলের সামনে লম্বা লাইন পড়ে যায়। বস্তিগুলিতে এখানে-ওখানে দু-একটা নলকূপ দেখা যায়। কিন্তু নলকূপগুলি প্রায়ক্ষেত্রেই অচল-অকেজো। বস্তিবাসীদের জন্য শিক্ষা-পরিষেবাও যথাযথ নয়। বস্তিগুলিতে নামেমাত্র দু-একটি স্কুল দেখা যায়। কিন্তু স্কুলগুলির পরিকাঠামো, পড়াশুনা সবই অতি নিম্নমানের এবং নিতান্তই নিয়মরক্ষামূলক। বস্তিবাসীদের জন্য সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা নেই বললেই হয়। শহরের সিনেমা-থিয়েটারের জন্য পয়সা খরচ করা বস্তিবাসীদের কাছে বিলাসিতার সামিল। তারা মদ-মাদক ও আনুষঙ্গিক উপায়ে আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজন মেটায়।

সাত. পরিবেশ দূষণ

নগরায়নের প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া হিসাবে পরিবেশ দূষণের কথা বলা হয়। আগেকার অনেক শহরেই অপরিকল্পিতভাবে ঘরবাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে কলকারখানাও গড়ে উঠেছে। শহরাঞ্চলের রাস্তাঘাট ভিড়ে ভরা। পথচারীদের ফুটপাত হকারদের দোকান-পাটে দখলীকৃত। যন্ত্রচালিত যানগুলির জ্বালানির ধোঁয়ার বিষবাষ্পে স্বাস্থ্যহানির আশংকা অনস্বীকার্য। বিশেষজ্ঞদের অভিমত অনুযায়ী এভাবে বায়ু দূষণের কারণে ক্ষয়রোগ ও নানা রকমের হৃদরোগের আশংকা অমূলক নয়। শহর এলাকাগুলি এখন অতিমাত্রায় জনাকীর্ণ হওয়ার কারণে সর্বদাই কোলাহলমুখর। আগেকার শান্ত-শীতল সবুজ পরিবেশ বর্তমানে অতীতের বিষয়। ভারতের বড় বড় শহরগুলি ধুলি-ধোঁয়ায় মলিন ও তাপদগ্ধ। পাহাড়ী শহরগুলিও বর্তমানে পরিবেশ দূষণের শিকার হয়ে পড়েছে। বায়ু-দূষণের অভিশাপ থেকে শহরগুলি মুক্ত নয়।

আট. মূল্যবোধের অবক্ষয়

আধুনিককালের শহরাঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনধারা ও আচার-আচরণের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল্যবোধের মারাত্মক অবক্ষয় পরিলক্ষিত হয়। নগরবাসীদের জীবন বহুলাংশে মূল্যবোধহীন ও ছন্দহারা। শহরের মানুষের মধ্যে অপরের সঙ্গে শালীন ও সংযত আচরণের মানসিকতার অবক্ষয় ঘটেছে। পৌর দায়-দায়িত্ব পালনের

ব্যাপারেও নগরাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে দায়িত্বহীনতা পরিলক্ষিত হয়। বড় বড় শহরের ফ্ল্যাট বাড়ীগুলির জীবনধারা আবার অদ্ভুত প্রকৃতির। একটি ফ্ল্যাটের মানুষ যখন প্রিয়জনের মৃত্যু-বিষাদে বিহ্বল; তখনই হয়ত পাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা আনন্দ-উল্লাসে উন্মত্ত।

শহরের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে মূল্যবোধের মারাত্মক অবক্ষয় পরিলক্ষিত হয়। নগরাঞ্চলের যুবক-যুবতীদের মধ্যে মাদকাসক্তি, বিচিত্র ধরনের মাদকাসক্তি প্রভৃতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। আবার দেহব্যবসাও প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে বাড়ছে ব্যাপকভাবে। সামগ্রিক বিচারে পরিস্থিতি উদ্বেগজনক।

নগর সমাজের জীবনধারায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধ্যান-ধারণার আধিক্য অনস্বীকার্য। শহরে পরিবারগুলি ক্ষুদ্রাকার, অনেক ক্ষেত্রেই দম্পতিকেন্দ্রিক। এ রকম পরিবারের একেবারে নিজস্ব ও স্বতন্ত্র প্রকৃতির কিছু অসুবিধা আছে। জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত বিষয়াদিতে দম্পতিকেন্দ্রিক শহুরে পরিবারের মহিলাদের বিড়ম্বনার অবধি থাকে না।

নগরায়ন গ্রামাঞ্চলের অনেক পরিবারের মহিলাদের বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জীবিকার সন্ধানে গ্রামাঞ্চলের অনেক পরিবারের পুরুষ সদস্যদের শহরে চলে আসতে হয়। এ রকম অবস্থায় সনাতন গার্হস্থ্য জীবনের বহু ও বিভিন্ন কাজকর্মের সঙ্গে পুরুষের করণীয় বিভিন্ন কাজকর্মও মহিলাদেরই সম্পাদন করতে হয়। নগরায়ন এবং শহরাঞ্চলে গ্রাম থেকে পুরুষদের প্রচরণের ফলে গ্রামাঞ্চলের সমাজব্যবস্থায় পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা এবং পরিবার ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়।

নগরায়ন প্রক্রিয়ার প্রভাবে গ্রাম থেকে শহরে পুরুষদের প্রচরণ ঘটে ব্যাপকভাবে। অনেক সময় পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে পুরুষেরা শহরে আসে; আবার অনেক সময় পরিবার-পরিজনদের গ্রামে রেখে তারা শহরে আসে; এবং উভয় ক্ষেত্রেই সমস্যার সৃষ্টি হয়। শহুরে জীবনধারায় মানিয়ে চলার ক্ষেত্রে অসুবিধার কারণে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। পরিবারকে গ্রামে রেখে যারা শহরে আসে তারা নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের শিকার হয়। দেহের ও মনের চাহিদা মেটানোর জন্য তারা কুসঙ্গে পড়ে এবং অকাজ-কুকাজ করে। পরিবারকে নিয়ে যারা শহরে আসে তাদের পরিবারেও সমস্যা দেখা দেয়। পরিবারের পুরুষরা কাজে গেলে মেয়েদের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে পড়ে। এ রকম পরিবারের কম বয়সীরা অনেক সময় বিপথগামী হয়। অনেকে মাদকাসক্ত হয় এবং অপরাধচক্রের জালে জড়িয়ে পড়ে।

নগরায়ন হল শিল্পায়নেরই অন্যতম অভিব্যক্তি। নগর সমাজের জীবনধারায় যন্ত্রসভ্যতার প্রতিকূল প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। যান্ত্রিক কৃৎকৌশলের আধিক্যের কারণে মানবিক স্বতস্ফূর্ততা বিপন্ন হয়ে পড়ে। শহুরে সভ্যতার যান্ত্রিক পরিবেশ-পরিমণ্ডলে মানুষ স্বয়ংবহ-ব্যবস্থায় পরিণত হয়। মানুষের মানসিক স্বাধীনতা ও নৈতিক স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয়। এই যান্ত্রিক পরিকাঠামোয় মানুষ যন্ত্রাংশে পরিণত হয়; পরিবেশের শিকার হয়ে পড়ে। নগরায়ন, নারী স্বাধীনতা, বাইরের জগতে কর্মরত নারী প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে সাবেকি পরিবারের সাংগঠনিক ও ভূমিকাগত ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা দেয়। পারিবারিক ক্ষেত্রে নারীর সাবেকি ভূমিকার পরিবর্তন ঘটে। পরিবার ব্যবস্থার সনাতন মূল্যবোধ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। চিন্তা-চেতনায় ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটে যায়। সনাতন মূল্যবোধের উদ্বেগজনক অবক্ষয় ঘটে।

নগরজীবনে বহু ও বিভিন্ন অসামাজিক কাজকর্ম ও দুষ্ক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। শহরের নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই দুষ্ক্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। মাদকাসক্তি, জুয়া, গণিকাবৃত্তি প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়। শহরাঞ্চলে পুরুষদের একটি অংশের মধ্যে রূঢ়তা বৃদ্ধি পায়। নগর সমাজে নারীজাতির অবমাননা এবং শৈশব ও কৈশোরের অপব্যবহারের ঘটনা ঘটে।

নয়, কিশোর অপরাধের সমস্যা

শহরাঞ্চলের সমাজব্যবস্থায় কিশোর অপরাধের সমস্যা উদ্বেগের সৃষ্টি করে। শিল্পায়নের বিকাশ ও ব্যাপক বিস্তারের কারণে অসাধু মালিকরা শিশু শ্রমিকদের কাজে লাগায়। শিশু ও কিশোরদের হাতে নগদ টাকা আসে। তার ফলে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতার সৃষ্টি হয়। আবার যে সব পরিবারে মা-বাবারা জীবিকার সন্ধানে দিনের অধিকাংশ সময়টা ঘরের বাইরে কাটাতে বাধ্য হয়, সেই সব পরিবারের ছেলেমেয়েদের উপর পিতামাতার নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়ে, বা থাকে না বল্লেই চলে। স্বভাবতই এর পরিণামে কিশোর অপরাধের আশংকা বৃদ্ধি পায়।

দশ, প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব ও দুর্নীতির সমস্যা

নগর সমাজে আর্থনীতিক ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। এই প্রতিযোগিতা জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা রকম প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই আর্থনীতিক প্রতিযোগিতা এক সময় সীমা ছাড়িয়ে যায়। তখন অসাধু কাজকর্ম শুরু হয়। মজুতদারী, কালোবাজারী, কৃত্রিমভাবে মূল্যস্তর বৃদ্ধি প্রভৃতি আর্থনীতিক ক্ষেত্রে বিবিধ অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। তার ফলে মানুষের জীবন সংগ্রাম দুরূহ হয়ে পড়ে।

সমালোচনামূলক মূল্যায়ন (Critical Assessment)

ভারতে নগরায়ন প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে মতামতের বিভিন্নতা অনস্বীকার্য। নগরায়ন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় বস্তুগত সমৃদ্ধি-স্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদনে সদর্থক ভূমিকা পালন করেছে। এ কথা অস্বীকার করা যাবে না। তেমনি আবার নগরায়ন প্রক্রিয়ার প্রতিকূল প্রভাবে এ দেশের সমাজ ব্যবস্থায় বিবিধ অবাঞ্ছিত পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। অবাধ ও অতি নগরায়ন বিপজ্জনক। অনুরূপভাবে আবার অত্যল্প নগরায়ন অনভিপ্রেত। অতি নগরায়নের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নাগরিক পরিষেবা ছাড়াই জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। কম নগরায়নের ক্ষেত্রে কৃষিজমির অ-কৃষিমূলক কাজে বেশী করে ব্যবহার এবং কালক্রমে পার্শ্ববর্তী শহরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্তিকরণ ঘটে। অধ্যাপক শ্যামাচরণ দুবে (S.C. Dube) তাঁর *Indian Society* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন ঃ ''Over-urbanization-population growth without adequate civic amenities—and sub-urbanization—increasing non-agricultural use of land in the surrounding areas and later their incorporation into city limits— both pose some threats.''

ভারতে নগরায়ন প্রক্রিয়ার হার বা মাত্রা বিপজ্জনক এমন অভিযোগ করা যায় না। এ কথা ঠিক। কিন্তু ভারতে নগরায়ন প্রক্রিয়ার বিবিধ সীমাবদ্ধতা অনস্বীকার্য। নগরায়ন প্রক্রিয়ার পরিণামে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারসাম্যের অভাব ও বিকৃতি দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সতর্ক হওয়া দরকার। নগরাঞ্চলে জন-প্রচরণ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটবে। স্বাভাবিক নিয়মেই এটা ঘটবে। শহরগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি আটকানো যাবে না। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সামাজিক ক্ষেত্রে বিকৃতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই বিকৃতির মোকাবিলা করা দরকার। গ্রাম থেকে শহরে জন-প্রচরণের বিষয়টি যাতে অনিয়ন্ত্রিতভাবে না হয় তা দেখা দরকার। এর জন্য সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যকর করা দরকার। শহরে আগন্তুকদের আবাসনের জন্য কলোনি তৈরী করা আবশ্যক। সঙ্গে পানীয় জল, পয়ঃপ্রণালী, পরিবহণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি প্রয়োজনীয় নাগরিক পরিষেবার ব্যবস্থা করা দরকার।

সমীক্ষকদের অভিমত অনুযায়ী শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা বাড়ছে; দ্রুতহারে বাড়ছে। অতিমাত্রায় বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ সহ্য করার ক্ষমতা ভারতের শহরগুলির নেই। নাগরিক পরিষেবার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ছাড়াই অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ন অনতিবিলম্বে বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। অনেকের অভিযোগ অনুযায়ী এ দেশের নগরায়ন হল একটি ভেঙ্গে পড়া ব্যবস্থা। শহরাঞ্চলের বস্তিগুলির অধিবাসী দীন-দরিদ্র মানুষদের ন্যূনতম নাগরিক পরিষেবার ব্যবস্থা করা দরকার। এই বস্তিবাসী অভাজনদের জন্য একটি ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান সুনিশ্চিত করা দরকার। অন্যথায় বস্তিজীবনের বিবিধ ত্রুটিবিচ্যুতি শহরের জীবনধারাকে কলুষিত করে দেবে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্যামাচরণ দুবে (S.C. Dube) তাঁর *Indian Society* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন ঃ ''The needs of the poor have to be kept in mind and they have to be assured an acceptable quality of life. Until this is done the slums will remain a festering sore and continue to disturb the tenor of urban life. In fact, the situation can become explosive.''

ভারতে নগরায়ন প্রক্রিয়ার বিবিধ সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্তমান। নগরায়নের সমস্যাদির সমাধানের ব্যাপারে সম্যক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ-আয়োজন আবশ্যক। শহরের সমাজজীবনকে অনাবিল রাখার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিকতা আবশ্যক।

শহরের সবুজ উধাও হয়ে যাচ্ছে। পরিবেশ ধুলিমলিন হয়ে পড়ছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে পরিকল্পিতভাবে উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করা দরকার।

জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে শহরের সমাজ ভিড়ের চাপে বেহাল। এর মোকাবিলা করা দরকার। তার জন্য জনবসতির বিন্যাসের বিকেন্দ্রীকরণ করা দরকার। এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্থব্যবস্থাকেও বিকেন্দ্রীভূত করা আবশ্যক। তা ছাড়া বড় বড় শহরের আশেপাশে ছোটখাট উপকণ্ঠ-শহর গড়ে তোলা দরকার। এবং শহর ও শহরতলীর মধ্যে উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা আবশ্যক।

সর্বোপরি শহরাঞ্চলের জীবনধারার সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের জীবনধারার সাংস্কৃতিক ও ব্যবহারিক সংযোগ-সম্পর্ক তৈরী করা, বিকশিত করা এবং বিস্তৃততর করা দরকার।